যদি আমি সিজারিয়ান অপারেশনের পরে যোনীপথে প্রসবকে বেছে নেই তাহলে আমার প্রসবে কী ঘটতে পারে?

প্রসবের সময় পূর্ববর্তী ক্ষত খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে থাকার কারণে যেসব মহিলা সিজারিয়ান অপারেশনের পর যোনীপথে প্রসব বেছে নেন তাদের প্রসব শুরু হওয়ার পর থেকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় (বিশেষ করে যখন প্রতি ৫ মিনিটে আপনার জরায়ু নিয়মিত সংকোচিত হয় এবং জরায়ু ৪ সে.মি.-এর মতো প্রসারিত হয়)

যখন আপনি প্রসববেদনা নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাবেন তখন আপনার হাতের পিছনে ড্রিপ লাগানো হতে পারে। এটা সুপারিশ করা হয় যে পুরো প্রসব সময় জুড়ে আপনার বাচ্চার হৃদস্পন্দন ইলেকট্রনিক উপায়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ধাত্রী এবং ডাক্তার নিয়মিত আপনার পেট স্পর্শ (জরায়ুর সংকোচন ও বাচ্চার অবস্থান বোঝার জন্য) এবং যোনীপথ পরীক্ষা করে প্রসবের অগ্রগতি বুঝবেন (যোনীমুখের প্রসারণ বুঝার জন্য)। যদি আপনার প্রসবের অগ্রসর ধীর হয় তাহলে আপনার জরায়ুর সংকোচন বাড়ানোর জন্য ঔষধ (হরমোন ড্রিপ) ব্যবহার করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী সিজারিয়ান অপারেশনের দাগের জন্য এটা যত্নের সাথে করা হয়।

যদি প্রসবের অগ্রগতি না হয় অথবা বাচ্চার সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আপনাকে জরুরী ভিত্তিতে সিজারিয়ান অপারেশন করার জন্য উপদেশ দেয়া হবে।

সিজারিয়ান অপারেশনের পর সফলভাবে যোনীপথে প্রসবের সম্ভাবনা কতটুকু?

সিজারিয়ান অপারেশন পরবর্তী যোনীপথে প্রসবের উপর বেশ কিছু জিনিসের প্রভাব রয়েছে। ডাক্তার এবং/অথবা ধাত্রীর সাথে প্রসব পদ্ধতির ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সিজারিয়ান অপারেশনের কারণ বিবেচনায় নেয়া হবে, যাইহোক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষনায় দেখা যায় যে সিজারিয়ান অপারেশন পরবর্তী যোনীপথে প্রসবের ক্ষেত্রে অধিকাংশ (৬৩-৯৪%) মহিলার প্রচেষ্টা সফল হয়।

সিজারিয়ান অপারেশনের পরে যোনীপথে (ভ্যাজাইনাল) প্রসব সফলতার সম্ভাবনা বেশী থাকে যদি:

- আপনি পূর্বে যোনীপথে বাচ্চা প্রসব করে থাকেন
- এইবারের গর্ভধারণ স্বাভাবিক হয়
- এইবারের প্রসব স্বত:স্ফূর্তভাবে শুরু হয়
- আপনার বডি ম্যাস ইনডেক্স ৩০-এর নীচে হয়
- যদি আপনার পূর্ববর্তী সিজারিয়ান অপারেশনের কারণ হয়ে থাকে বাচ্চার উল্টা অবস্থান, জরায়ুর মুখে গর্ভফুলের অবস্থান (যাকে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া বলে) অথবা গর্ভস্থ বাচ্চার সমস্যা।

নিয়মিত জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

প্রশ্ন. যদি আমার পূর্বে সিজারিয়ান অপারেশন হয়ে থাকে তাহলে কী ইনডিউস করে প্রসব ঘটানো সম্ভব ?

ইনডিউসের মাধ্যমে প্রসব ঘটানোর চেষ্টা করলে জরায়ুর ক্ষত খুলে যাবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। সুতরাং, প্রসূতিবীদের অনুমোদন এবং সাহায্যেই শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ইনডিউসের মাধ্যমে প্রসব ঘটানো বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

প্রশ্ন. আমি কী প্রসবের সময় এপিডুরাল পেতে পারি ?

যদিও প্রসবের সময় উঁচু হয়ে থাকা এবং নড়াচড়া করার সুবিধা রয়েছে, তবুও এপিডুরাল পাবার ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই।

আরও তথ্যের জন্য আপনার ধাত্রী অথবা প্রসূতিবীদের সাথে কথা বলুন।

এই তথ্য পাতাটি এন এস ডব্লিউ কিডস্ এন্ড ফ্যামিলিজ-এর বিশেষজ্ঞ উপদেশমন্ডলী দ্বারা লিখিত হয়েছে।

SHPN: (HSP) 170093

BENGALI

সিজারিয়ান অপারেশনের পর আপনার পরবর্তী প্রজনন

আপনার প্রজনন গ্রহণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত তথ্য

NSW GOVERNMENT Health

সিজারিয়ান অপারেশনের পরবর্তী আপনার প্রজনন গ্রহণ সম্পর্কিত পছন্দসমূহ

যদি আপনার এক বা একাধিকবার সিজারিয়ান অপারেশন হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তীতে কিভাবে সন্তান জন্মদান করবেন তা নিয়ে আপনি হয়ত চিন্তা করছেন। অধিকাংশ মহিলা যাদের একবার সিজারিয়ান অপারেশন হয়েছে তারা যোনীপথে (বা ভ্যাজাইনাল) প্রসবদানে সক্ষম। ভবিষ্যতে আপনি যোনীপথে প্রসব বা সিজারিয়ান অপারেশন যাই পছন্দ করুন না কেন, প্রতিটি উপায়ই নিরাপদ এবং এদের কিছু সুবিধা ও ঝুঁকি আছে। সামগ্রিকভাবে, কিছু ঝুঁকিসহ উভয় উপায়ই অধিকাংশ মহিলার জন্য নিরাপদ।

সাম্প্রতিক গবেষনা ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আপনাকে পরবর্তী জন্মদানের উপায় ঠিক করতে উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করার জন্য এ তথ্য পুস্তিকা তৈরী করা হয়েছে। আপনার ধাত্রী এবং ডাক্তারের সাথে আলোচনার সময় এই তথ্যসমূহ সহায়তা করবে।

কখন যোনীপথে (অথবা ভ্যাজাইনাল) প্রসবদান সুপারিশ করা হয় না

যোনীপথে প্রসব সুপারিশ করা হয় না যদি:

- পূর্বে একবার জটিল সিজারিয়ান অপারেশন হয়েছে, যেমন
- ক্ল্যাসিক্যাল সিজারিয়ান অপারেশন (জরায়ুর উপরাংশের মধ্যে দিয়ে সিজারিয়ান অপারেশন করা হয়)
- পূর্বে জরায়ুর মাংসপেশী অস্ত্রোপচারের জন্য কাটা হয়
- পূর্বে জরায়ু ফেটে গিয়ে থাকলে (পূর্ববর্তী সিজারিয়ান অপারেশনের দাগ বরাবর জরায়ু ছিঁড়ে যাওয়া)
- পূর্বে তিন বা ততোধিকবার সিজারিয়ান অপারেশন হলে
- আপনার জরায়ুতে বেশ কিছু অস্ত্রোপচার ঘটেছে, এর পরেও ডাক্তারের পরামর্শ সাপেক্ষে ভ্যাজাইনাল প্রসবদান সম্ভব।
- দুই গর্ভধারণের মধ্যবর্তী অল্প সময় (১৮ মাসের কম)।

সিজারিয়ান অপারেশনের পরে যোনীপথে প্রসবদান

অধিকাংশ মহিলা যাদের পূর্বে জরায়ুর নীচের অংশে সিজারিয়ান অপারেশন হয়েছে তারা পরবর্তীতে নিরাপদে যোনীপথে প্রসবদান করতে পারে। একে সিজারিয়ান অপারেশনের পর যোনীপথে প্রসবদান বলা হয়।

আপনার বাচ্চার মারাত্মক ক্ষতি হবার ঝুঁকি প্রথম বাচ্চা হবার সময়কার অনুরূপ এবং তা খুবই সামান্য (প্রায় প্রতি ১০০০ জনে ২ জন মহিলা সিজারিয়ান অপারেশনের পর যোনীপথে প্রসবের চেষ্টা করে)।

সিজারিয়ানের পর সফলভাবে যোনীপথে প্রসবের সুবিধাসমূহ:

- ভবিষ্যৎ গর্ভাবস্থায় জটিলতামুক্ত জন্মদানের বৃহত্তর সম্ভাবনা
- স্বল্প সময়ে আরোগ্য লাভ এবং হাসপাতালে অবস্থান
- রক্ত জমাট বাধার কম ঝুঁকি (ডীপ ভেইন থ্রম্বোসিস)
- মা-নবজাতকের বন্ধন বৃদ্ধি করা এবং আপনার বাচ্চার দীর্ঘস্থায়ী সুস্থ্যতার জন্য।

সিজারিয়ানের পর যোনীপথে প্রসবের অসুবিধাসমূহ:

- জরুরী সিজারিয়ান অপারেশন করা হয় যদি প্রসবের অগ্রগতি ধীর হয় বা গর্ভের বাচ্চা চাপের মধ্যে থাকে
- যদি আপনার জরুরী সিজারিয়ান অপারেশনের প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রসব পরবর্তীকালে রক্ত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সামান্য বৃদ্ধি পাওয়া।
- পূর্ববর্তী দাগের দুর্বল হওয়া বা ভেদ হওয়া (ফেটে যাওয়া বলা হয়)। যদিও বিরল, দাগ ফেটে গেলে আপনার ও বাচ্চার মারাত্মক ক্ষতিকর ফল হতে পারে। আপনার দাগ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই অল্প (প্রায় প্রতি ২০০ জনে ১ জন মহিলা সিজারিয়ান অপারেশনের পর যোনীপথে প্রসবের চেষ্টা করে)

আরও একটি সিজারিয়ান অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া

যদি আপনি প্রসবে যাওয়ার চেয়ে পুনরায় সিজারিয়ান অপারেশনকে বেছে নেন, এবং অন্য কোন সমস্যা না থাকে, তাহলে গর্ভাবস্থায় ৩৯ সপ্তাহের পর আপনার জন্য তার ব্যবস্থা করা হবে।

আপনার পরবর্তী বাচ্চার ক্ষেত্রে সিজারিয়ান অপারেশন বেছে নেওয়ার সুবিধাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত:

- আপাতদৃষ্টিতে আপনার পূর্ববর্তী ক্ষত ছিড়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই
- প্রসব পরবর্তী রক্ত প্রদানের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা কমে যায়

আপনার পরবর্তী বাচ্চার ক্ষেত্রে সিজারিয়ান অপারেশন বেছে নেয়ার অসুবিধাগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত:

- পূর্ববর্তী সিজারিয়ান অপারেশনের ক্ষতের জন্য দীর্ঘ ও জটিল অপারেশন
- প্রসব পরবর্তী সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া
- আরোগ্য লাভ এবং হাসপাতালে অবস্থানের সময় দীর্ঘ হওয়া
- রক্ত জমাট বাধার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়া (ডীপ ভেইন থ্রম্বোসিস)
- পরিকল্পিত সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে জন্ম নেয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা বেশি দেখা যায়
- পরবর্তী গর্ভধারণের ক্ষেত্রে সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া, উদাহরণস্বরূপ- গর্ভফুল জরায়ু মুখে থাকা (গর্ভফুল জরায়ু মুখে বা মুখের কাছে থাকা)